



## 113852 - ব্যাংকিং আমানতের প্রকারভেদে ও এর হুকুম

### প্রশ্ন

‘ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক’-এর মতো কোন ইসলামী ব্যাংকে আমানত রাখার হুকুম কি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

লেনদেনের অধিকার না দিয়ে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অন্যের কাছে যা কিছু জমা রাখা হয় সটোকো আমানত বলা হয়। হটলে বা এ জাতীয় স্থানগুলোতে ‘লকার’ নামে যা থাকে সটোর ক্ষেত্রে এ সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয়। হতে পারে কোন কোন ব্যাংকেও এ ধরণে লকার রয়েছে। পক্ষান্তরে, যটোকো ‘ব্যাংকিং আমানত’ বলা হয় সটে এ সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না। যহেতে ব্যাংক জমাকৃত অর্থ সংরক্ষণ করে রাখে না; বরং এ অর্থ দিয়ে লেনদেন করে।

এই হল আমানতের পরিচিত সংক্রান্ত আলোচনা। আর হুকুমে ব্যাপারে কথা হল— আমানত দুই প্রকার:

এক. লাভজনক আমানত। এটাকে চাহবিমাত্র প্রদানে আমানত কথিবা চলতি হিসাব বলা হয়। এর বশেষিট্য হল: গ্রাহক ব্যাংকে তার অর্থ জমা রাখবেন এবং যখন ইচ্ছা তখন উত্তোলন করতে পারবেন। তবে কোন লাভ পাবেন না। এ ধরণে লেনদেনে কোন আপত্তি নাই। যহেতে এটি প্রকৃতপক্ষে গ্রাহকের কাছ থেকে ব্যাংকের ঋণ গ্রহণ। কিন্তু, যদি ব্যাংকটি সুদী ব্যাংক হয় তাহলে এমন ব্যাংকে অর্থ জমা রাখা জায়যে নয়। যহেতে সুদী ব্যাংক এ অর্থ থেকে উপকৃত হবে এবং এ অর্থের মাধ্যমে তার হারাম কর্মকাণ্ডগুলোকে মজবুত করবে। তবে, কোন গ্রাহকের যদি তার অর্থ ব্যাংকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয় এবং অন্য কোন ইসলামী ব্যাংক না পান সক্ষেত্রে তার সম্পদ সুদী ব্যাংকে সংরক্ষণ করলে গুনাহ হবে না।

দুই: সঞ্চারী আমানত। এর বশেষিট্য হল: গ্রাহক মুনাফার বনিমিয়ে তার অর্থ ব্যাংকে রাখবেন। চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট ময়াদে ময়াদে তর্নি সেই মুনাফা পাবেন। এ প্রকার আমানতের কিছু জায়যে পদ্ধতি রয়েছে। আবার কিছু হারাম পদ্ধতি রয়েছে।

জায়যে পদ্ধতির মধ্যযে হল গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যকার চুক্তিটি মুদারাবা চুক্তি হওয়া। অর্থাৎ ব্যাংক নির্দিষ্ট আনুপাতিক লাভ দয়ার বপিরীতে মুবাহ (শরিয়ত অনুমোদিত) প্রজেক্টসমূহে আমানতের অর্থ বনিয়োগ করা। এ ধরণে চুক্তির ক্ষেত্রে শর্তগুলো হল:



১। ব্যাংক কর্তৃক মুবাহ খাতগুলোতে অর্থ বনিয়োগ করা। যমেন: উপকারী প্রজেক্টগুলো বাস্তবায়ন, আবাসন তরী, ইত্যাদি। সুদ ব্যাংক বা সনিমো হল প্রতিষ্ঠা করা কথিবা অস্বচ্ছল লোকদেরকে সুদভিত্তিক ঋণ দায়ের ক্ষেত্রে অর্থ বনিয়োগ করা জায়গে হবে না।

তাই ব্যাংক কিকি খাতে বনিয়োগ করে সটো জানা আবশ্যিক।

২। মূলধন ফরেত দায়ের গ্যারান্টি না দায়ো। অর্থাত্ লোকসান হলে ব্যাংক গ্রাহকরে মূলধন ফরেত দায়ের দায় গ্রহণ না করা; যতক্ষণ না ব্যাংকরে পক্ষ থেকে কসুররে কারণে লোকসান না হয় এবং ব্যাংকই এ লোকসানের প্রধান কারণ না হয়।

কনেনা যদি মূলধন ফরেত দায়ের গ্যারান্টি দায়ো হয় এমন চুক্তি প্রকৃতপক্ষে ঋণরে চুক্তি। অতিরিক্ত য়ে মুনাফা আসে সটো সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

৩। শুরু থেকে লাভ নরিদষ্টি থাকা ও চুক্তিতে উল্লেখিত থাকা। তবে লাভ নরিদষ্টি করতে হবে লভ্যাংশরে সাধারণ অনুপাতরে ভিত্তিতে; মূলধন থেকে নয়। উদাহরণতঃ এক পক্ষ পাবে লাভরে এক তৃতীয়াংশ কথিবা অর্ধকে কথিবা ২০%। অবশিষ্টাংশ পাবে অপর পক্ষ। যদি লাভ অজ্ঞাত ও অনরিদষ্টি থাকে তাহলে এমন চুক্তি সঠিক হবে না। ফকিহবদি আলমেগণ উল্লেখ করছেন য়ে, লাভরে অনুপাত অজ্ঞাত থাকলে মুদারাবা চুক্তি নিষ্টি হয়ে য়।

মুদারাবার হারাম পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১। মূলধন ফরেত দায়ের গ্যারান্টি দায়ো। উদাহরণতঃ গ্রাহক ১০০ মুদ্রা আমানত রাখল; য়াতে করে তার মূলধন ফরেত দায়ের গ্যারান্টিসিহ সয়ে ১০ মুদ্রা মুনাফা পায়। এটি সুদভিত্তিক ঋণ। অর্ধাংশ ব্যাংকরে এ লনেদনে চলয়ে। এ ধরণরে লনেদনকে আমানত কথিবা ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেটে কথিবা সঞ্চারী বই নামে অভহিত করা হয়। এ মুনাফা বিভিন্ন ময়াদে বতিরণ করা হয় কথিবা লটারীর মাধ্যমে বতিরণ করা হয়; যমেনটি করা হয় ‘সি’ ক্যাটাগরীর ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেটরে ক্ষেত্রে।

উল্লেখিত সব লনেদনে হারাম। ইতপূর্বয়ে ৯৮১৫২ নং ও ৯৭৮৯৬ নং প্রশ্নোত্তরে এ ব্যাপারে বসিতারতি আলোচনা করা হয়েছে।

২। ব্যাংক কর্তৃক হারাম প্রজেক্টগুলোতে অর্থ বনিয়োগ করা। যমেন- সনিমো হল বানানো, পর্যটন ভলিজে তরী করা; যসেব ভলিজে শরিয়ত গ্রহিত কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়, পাপরে সয়লাব ঘটয়ে। এমন ব্যাংকরে বনিয়োগ করা হারাম। য়েহেতু এর মাধ্যমে পাপ ও সীমালঙ্ঘনরে ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা হয়।

ব্যাংকগুলো য়ে ধরণরে আমানতগুলোর লনেদনে করে সেগুলোর ব্যাপারে এটাই সার কথা।

ওআইসি-এর অধিকৃত ‘ইসলামী ফকিহ একাডেমী’ এর সদিধানতে এসছে য়ে:



“এক: চাহবিমাত্র প্রদয়ে (চলতি হিসাব) আমানতগুলো ইসলামী ব্যাংকসমূহে হোক কিংবা সুদী ব্যাংকসমূহে হোক ইসলামী ফকিহর দৃষ্টিতে এগুলো ঋণ। এই আমানতগুলোর উপর গ্রহণকারী ব্যাংকরে কর্তৃত্ব হচ্ছে ফরেত দয়োর গ্যারান্টিযুক্ত কর্তৃত্ব। গ্রাহক চাহবিমাত্র ব্যাংক আমানতরে এ অর্থ ফরেত দিতে আইনতঃ বাধ্য।

ব্যাংক (ঋণগ্রহীতা) সামর্থ্যবান হওয়ায় এ ঋণরে হুকুমরে উপর কোন প্রকার প্রভাব পড়বে না।

দুই: ব্যাংকিং সেক্টরে বদ্যমান লনেদনেরে ভিত্তিতে ব্যাংকিং আমানত দুই ধরণরে:

ক. যে আমানতগুলোর বপিরীতে মুনাফা দয়ো হয়। সুদী ব্যাংকগুলোতে যা বদ্যমান। এ ঋণগুলো সুদভিত্তিকি ও হারাম; চাই সগুলো চাহবিমাত্র প্রদয়ে (চলতি হিসাব) শ্রণীর আমানত হোক কিংবা ময়োদী আমানত হোক কিংবা নোটশিসহ আমানত হোক কিংবা সঞ্চয়ী হিসাব হোক।

খ. যে ব্যাংকগুলো বাস্তবে ইসলামী শরয়ীর বধিবধিান মনে চলে সে সব ব্যাংকরে বনিয়োগরে চুক্তিতে মুদারাবার মূলধন হিসেবে যে আমানতগুলো জমা করা হয়; এই শর্তে যে লভ্যাংশরে একটি ভাগ গ্রাহক পাবে। এমন আমানতগুলোর ক্ষত্রে ইসলামী ফকিহ শাস্ত্রে উল্লেখিত মুদারাবার বধিবধিানগুলো প্রযোজ্য। যে বধিানগুলোর মধ্যে রয়েছে য়ে, মুদারবি (ব্যাংক) এর জন্য মুদারাবার মূলধনরে গ্যারান্টি দয়ো নাজায়যে।”[মাজাল্লাতুল মাজমায়লি ফকিহ, সংখ্যা-৯, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৩১]

ফয়সাল ব্যাংক যদি অর্থকরে বধৈ প্রজকেটে বনিয়োগ করা, গ্রাহকরে মূলধন ফরেত দয়োর গ্যারান্টি না দয়ো, নরিদষ্টি আনুপাতকি লাভরে উপর চুক্তিবদ্ধ হওয়া ইত্যাদি বধিগুলো মনে চলে তাহলে এ ব্যাংকরে বনিয়োগ হিসেবে আমানত রাখতে কোন অসুবধি নহে। অনুরূপভাবে এ ব্যাংকরে চলতি হিসাব খুলতেও কোন অসুবধি নাই।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।